Released: 28-6-1941

মায়ের প্রাণ

এম, পি, প্রোডাক্‌সন্সের

প্রথম চিত্র নিবেদন

পরিচালক

প্রমথেশ বড়ুয়া

পরিবেশক :

ডি-ল্যুক্স্ ফিল্ম্ ডিস্ট্রিবিউটার্স

৮৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

ভাগ্যবান—যা'রা মানুষের পূর্ণ গৌরবে
সমাজের বুকে বাঁচবার অধিকার
নিয়ে জন্মায়—

আর

ভাগ্যহীন—যা'রা মানুষ হয়েও মানুষের
মত বাঁচবার অধিকার পায়
না—সমাজের দ্বার প্রান্তে
করুণার ভিখারী হ'য়ে থাকে
চিরদিন—

এই চিত্র
তাদেরই উদ্দেশে উৎসর্গ করা হোলো

সংগঠনকারী

ভূমিকা লিপি

সতীশ	... ...	প্রমথেশ
সতীশের মা	... ...	রাজলক্ষ্মী
একটী মেয়ে	... ...	সরযূ
তার সাথী	... ...	অপর্ণা
"মায়া মুভিটোনের"		
কাস্‌টিং ডিরেক্টর	...	ইন্দু মুখোপাধ্যায়
প্রোডাক্‌শন ম্যানেজার	...	নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যামেরাম্যান্	... ...	জীবেন বোস
অ্যাসিস্‌ট্যাণ্ট ডিরেক্টর	...	ললিত ও ধীরেন

মাষ্টার বুলু, সন্ধ্যারাণী, অহি সান্যাল, মণি বোস, কানু বন্দোঃ (এঃ), সুকুমার, ঊষাবতী, প্রতিভা, কালী গুহ, রমেশ, প্রফুল্ল দাস, মিহির ভট্টাচার্য্য, মণি ভট্টাচার্য্য, কেষ্ট দাস, রণজিৎ রায় চৌধুরী, সরস্বতী, বেলা, রামু, মীরা, গৌরী, সুন্দর বোস, সুধাংশু গোস্বামী, মন্মথ ভট্টাচার্য্য, ফুলু মুখার্জ্জি, মঞ্জু বোস, ইত্যাদি।

প্রযোজনা, পরিচালনা ও চিত্র গ্রহণ	:	প্রমথেশ বড়ুয়া
কাহিনী ও গান	:	অজয় ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত পরিচালনা	:	অনুপম ঘটক
শব্দানুলেখন	:	গৌরমোহন দাস
সম্পাদনা	:	কালী রাহা
রসায়নাগার	:	ধীরেন দাসগুপ্ত
শিল্প নির্দ্দেশ	:	তারক বসু
সহযোগী চিত্র-শিল্পী	:	দিলীপ গুপ্ত
ব্যবস্থাপক	:	সুধীর সরকার ও প্রভাত মিত্র

: সহকারী :

পরিচালনায়	:	বিভূতি চক্রবর্ত্তী, ললিত চক্রবর্ত্তী, নৃপেন অধিকারী
চিত্র গ্রহণে	:	সুধীর বসু
শব্দানুলেখনে	:	সত্যেন ঘোষ
স্থির-চিত্র গ্রহণে		বিনয় গুপ্ত
সম্পাদনায়	:	নারায়ণ দাস
সঙ্গীতে	:	হরিপদ রায়
আলোকসম্পাতে		সাধন রায়
রূপসজ্জায়	:	রামু
ব্যবস্থাপনায়	:	ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
রসায়নাগারে	:	মথুরা ভট্টাচার্য্য, শম্ভু সাহা, দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, মজু

ইন্দ্র মুভীটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত

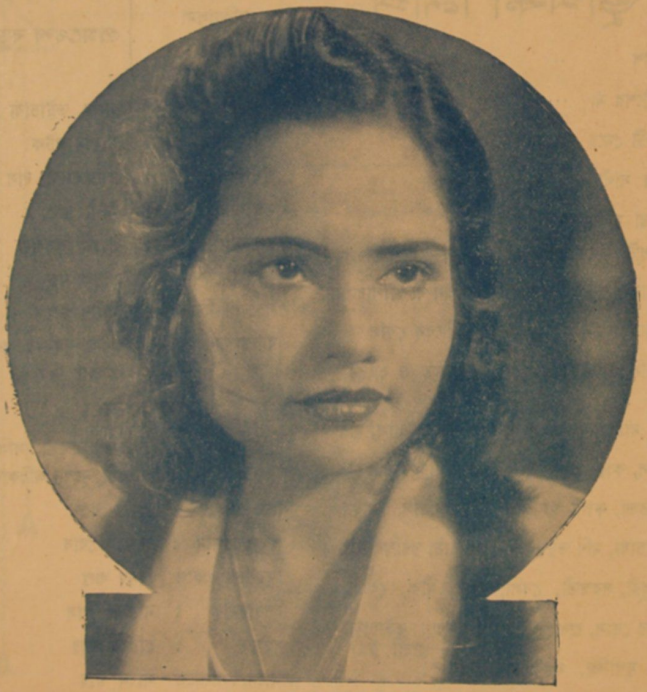

কাহিনী

মায়ের প্রাণ! মাতৃস্নেহের মধুচক্র! তৃষ্ণাতুর সন্তানের চির-সম্পদ। এবন্ধন অচ্ছেদ্য। কিন্তু তা'তেও ঘনিয়ে আসে বিচ্ছেদ। বুকের রক্তে গড়া সন্তানকে ফেলে যেতে হয় অনুদার সংসারের পথের ধূলায়। স্নেহাতুর জননীর সেদুঃখের তুলনা নেই।

নীলার জীবন নিয়ে সমাজ-বিধাতা সে খেলাই খেল্লেন। দাবার ছকে প্রথম চালেই হলো তার ভুল। সে বিশ্বাস করেছিল এক পশুকে। সর্ব্বস্ব দিয়ে ফিরে পেলো মাতৃত্বের কলঙ্ক! কিন্তু তবুতো এশিশু তারই সন্তান—নারীর জীবনে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। কিন্তু সংসারে কোন্ পরিচয় নিয়ে নেমে এলো এই দেবদূত—নীলার সর্ব-কামনার ধন, ফুলের মত এই শিশু? সমাজের বিদ্রূপ—সংসারের আবর্জনা সে!

আর নীলা! আশ্রয়হীনার নিষ্ঠুর দৈন্য নিয়ে সে এসে দাঁড়ালো পথের ওপরে। বুকে তার কলঙ্কিত মাতৃত্বের প্রত্যক্ষ পরিচয়—সেই পরিচয়হীন শিশু। কিন্তু বাঁচতে হবে তাকে, বাঁচাতে হবে দুধের ছেলেকে। দিন-ভিখারীর জীর্ণ এক কুটিরে সে আশ্রয় নিলো। পথে পথে ঘুরে গানও হলো, ভিক্ষেও হলো, হলো না শুধু পয়সা, জুটলো না দু'মুঠো ভাত। তার উপর এত রূপ—আর যৌবন! ভিখারিণীর পক্ষে অভিসম্পাৎ বৈ কি! কু-লোক আর কুদৃষ্টির অভাব এসংসারে হয় না কোনদিন।

অভিজ্ঞতার মূর্ত্ত প্রতীক ধনিক বৃদ্ধ বল্লেন—"সংসারে তুমি একটা বিভীষিকা—আর তোমার বিভীষিকা ঐ শিশু। তোমার অর্থ নেই, সম্বল নেই, কিছু নেই। পাপের পথে তুমি যাকে পৃথিবীতে এনেছ তাকে শুধু পাপের নরকেই টেনে নিতে পারবে—মানুষ তাকে কখনই করতে পারবে না—"

—"তবু তো আমি মা"—

—"ওকথা নাটকেই মানায়। সংসারে ওর এক কানা-কড়িও দাম নেই। ছেলেকে অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দাও।"

অমূল্য উপদেশ! চিরকাল ওরা যা দিয়ে থাকে। নীলাও ভাবে, সত্যিই তো, সংসারে যার টাকা নেই তার আবার মা ব'লে পরিচিত হ'বার সাধ কেন? তাছাড়া ভিখারীর ছেলে আবার মানুষ হয় কবে? আর, হ'তেই বা দেবে কে? নীলা চায়, তার ছেলে বড় হবে, বড়লোক হবে। কাজেই ছাড়তে হবে তাকে। আজ থেকে সে ভুলে যাবে, যে, তার ছেলে ছিল একদিন। কিন্তু এ সত্য ভোলা যায় না। তাই নীলার সমস্ত মাতৃত্ব হাহাকার ক'রে উঠ্‌লো যখন সে স্নেহের বৃন্ত ছিন্ন ক'রে অসহায় শিশুকে ফেলে এলো অপরিচিত জনসমাজের মাঝখানে। মাতৃস্নেহের অপমানই বুঝি করলো নীলা মাতৃত্বের বৃহত্তর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। চ'লে এলো সে। অন্তরে ছিল তার প্রার্থনা—

"ভগবান, তুমিই দেখো তাকে যাকে সংসারে তুমিই পাঠিয়েছিলে একদিন!"

নীলাকে নিয়েই বিশ্ব-জগৎ নয়। তার অনেক দিকে অনেক বৈচিত্র্য। সতীশ—আমাদের কাহিনীর নায়ক সতীশও আর একদিকে জীবনের দাবার

ছকে চাল দিয়ে চলেছে। নৌকা তার চলছিলো ঠিক, কিন্তু এবার বুঝি বান্‌-চাল্‌ হয়। এম্‌-এ পাশ করেছে, হয়েছে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট। ফলে, এবার চাকরীটা গেল। তার মানে, মাসে মাসে পড়ার খরচ বাবদ্‌ যে টাকাটা পাওয়া যেত সেটা তো আর পাওয়া যাবে না! তাছাড়া, গরীবের ছেলের পড়া শেষ হলেই দুর্ভাবনার সুরু। তবু বন্ধুদের অনুরোধে ভাল পাশের খাওয়াটা ভাল ক'রে খাওয়াতে সতীশ সবান্ধবে এলো এক রেষ্টুরেণ্টে। সেদিন বিধাতা-পুরুষ সতীশের হাত দিয়ে দাবার ছকে এমন এক চাল দিলেন যাতে ক'রে তার সংসারের চাকা অন্য দিকে ঘুরে গেল।

কি একটা কাজে সতীশ রেষ্টুরেণ্ট থেকে বাইরে এলো। পাশের একটা মোটর গাড়ীতে শিশুর কান্না। দুর্ব্বল শিশু, কিন্তু কান্নার শক্তি অসীম। ছোট্ট সেই ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দ সতীশকে যেন অলক্ষ্যে টেনে নিয়ে এলো মোটর গাড়ীর কাছে। ফুটফুটে শিশু! হাত বাড়িয়ে অনন্ত শূন্যে আশ্রয় খুঁজছে। সতীশ কোলে নিতে গেল।

—"ও কি হচ্ছে বাবু?"—সামনে এক পাহারাওয়ালা। এ প্রশ্নের জবাব সতীশ কী বা দিতে পারে! নির্বাক সতীশের মুখের উপর আর একটি প্রশ্ন বোমার মত ফেটে পড়লো—

—"নিজের ছেলেকে অন্যের গাড়িতে রেখে যাচ্ছেন কেন মশাই?"

অদ্ভুত প্রশ্ন—তার চাইতেও অদ্ভুত সতীশের অবস্থা! আসল মালিক পেলো না ব'লে অগত্যা সতীশকেই ঐ নোঙরহীন নৌকার মালিক হতে হলো। আজ সেই অপ্রত্যাশিত শিশুর আকস্মিক পিতা সতীশ!

এই ক্ষুদে ভগবানকে কোলে ক'রে বাড়ীতে এসে সতীশ বল্লে—"এই নাও মা, বিয়ে না ক'রেই সংসার বাড়লো।"

এতদিন সতীশের সংসার যা-হোক কোন রকমে চলছিলো। এবার যে বিপদ। পরিবার বেড়েছে নব অতিথির শুভাগমনে। অসংখ্য দাবী তার। তা ছাড়া, শিশু যে বুড়োর চাইতে বেশী শক্তিশালী, তা সে প্রমাণ ক'রে দেয় শৈশবেই—কারণ এক শিশুর খরচায় তিন বুড়োর চ'লে যায়। তবু, সতীশের দিন কাটে। অনাহুত শিশু তার হৃদয়ের অনেকখানি অধিকার ক'রে বসেছে।

কালের চাকা ঘুরে যায় ছ'বচ্ছর। কারুর ছ'টি বসন্ত, কারুর বা ছ'টি বর্ষা। অনেক বড়লোক গরীব হয়, অনেক গরীব বড়লোক হয়।

সতীশের জীবনে দাবার চাল চমৎকার চলেছে। সে এখন মস্ত বড় এক ফিল্ম-কোম্পানির মালিক। প্রথম ছবি হবে, এক মায়ের জীবন নিয়ে। অবাঞ্ছিত শিশুর কলঙ্কিনী জননী! মাতৃস্নেহ তার বুক ভ'রে আছে, কিন্তু মাতৃত্বের দাবী করতে পারে না সমাজের সম্মুখে! শিশুর অভিনয় করবে সতীশের ছেলে, কি মা নেই, মানে নায়িকা নেই। ছবির গল্প

ঠিক, যন্ত্রের দিকটা-ও ঠিক, নেই কেবল প্রাণ—যাকে বলে 'হিরোইন'। দলের লোক এসে জানালো—

—"আছে স্যার।"
—"এই বাংলা দেশে?"
—"চলুন, ক'টা চাই।"

প্রাসাদতুল্য বাড়ি। বাইরে আভিজাত্য, ভেতরে গান। চাটুকারের মুখে ইতর প্রশংসা। সতীশ দেখলো, মেয়েটি এ জাতীয় অধিকাংশ মেয়ের মত অসাধারণ হতে চায় না ব'লেই অসাধারণ। অল্প কথা বলে, কিন্তু অল্প কথায় বলে বেশী।

সতীশ বল্লো—"তুমি নাকি বাইরে যাও না?" উত্তর হলো—"বাইরের লোকই আসে, তাই আর বাইরে যাই না।"

—"তোমাকে আমি ছবির 'হিরোইন' করবো। ষ্টুডিওতে যেতে হবে তোমায়।"

—"সে দেখা যাবে। কিন্তু এখন আপনি দয়া ক'রে বাড়ি যান।"

অপমানিত সতীশ রুদ্ধ ক্রোধে বল্লো—"যাওয়া না যাওয়া যিনি আসেন তাঁর টাকার জোরের উপর নির্ভর করে না কি?"

উত্তর হলো—"কিন্তু, আপনার চাইতেও বড়লোক কেউ থাকতে পারেন তো?"

সতীশ চলে যায়।

সতীশ মনে মনে ঠিক ক'রে—এ-ই হবে তার ছবির নায়িকা! এর সুদৃঢ় দুঃসাহসে সতীশ মুগ্ধ। এ যেন ঠিক তা' নয় যা সে হয়েছে। কিন্তু এর দগ্ধ জীবনের ইতিহাস জানে শুধু ঐ পাষাণ দেবতা। সে জানে, কেন সেই—নীলা, আজ এই—নীলা। সংসারের হ'য়েও কেন সে সংসারের নয়, তার সন্ধান এ সংসারে কেউ কোনদিন রাখে নি।

সতীশের "মাতৃস্নেহ" ছবিতে নীলা মায়ের অভিনয় করবে ঠিক হলো। পরম দুঃখে লোকের হাসি পায়। নীলাও হাসলো, মা হয়ে আজ তাকে মায়ের অভিনয় করতে হবে! ছবিতে যে ছেলে সাজবে সে এলো ছবির মায়ের কাছে। লোকে জানে, সতীশের ছেলে। নীলা ভাবে, এ ছেলে তার কেউ নয়। আর ঈশ্বর জানে, এ ছেলে নীলার—আর কারুর নয়!

দিন চলে, ছবির কাজও চলে। নীলা আর সতীশের মনের দূরত্বও কমে আসে। পরিচয় পরিণত হয় প্রণয়ে। সতীশ বুঝে নেয়, বাইরের অসুন্দর জীবনের যে নীলা সে সত্য নয়। অগ্নিশিখার মত পবিত্র সে। সতীশ দেখেছে, অন্তরের কি আগ্রহ নিয়ে নীলা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে তার ফেলে-আসা সন্তানের জন্যে। এ চোখের জল—সে যে শুধু মায়েরই অশ্রুধারা।

একদিন নীলা নিজের জীবনের সমস্ত কাহিনী সতীশকে নিঃশেষে বলে। সতীশ বুঝতে পারে, তার আদরের "খোকা" নীলার সেই ফেলে-দেওয়া সন্তান। এবার মায়ের কোলে তাকে ফিরিয়া দিতে হবে। স্নেহের যে কি দুঃখ, সতীশ এবার বুঝতে পারলো।

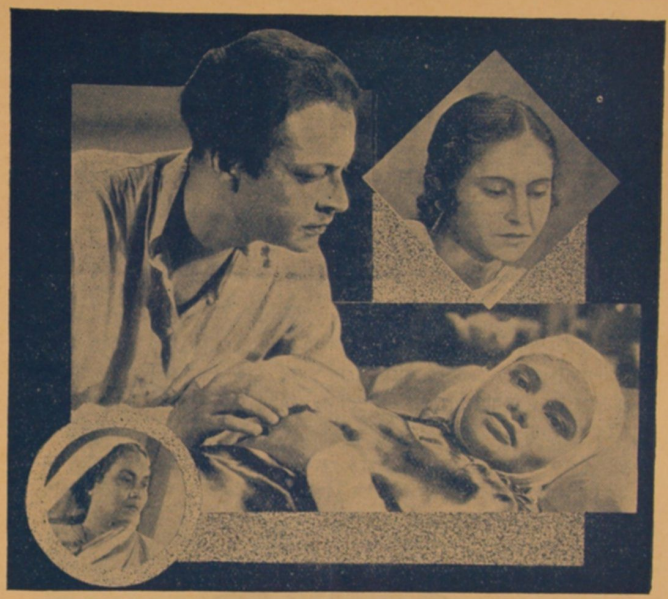

সতীশ আয়োজন করে—মা ও ছেলের পরিচয়ের। নীলাকে সে বলে, "তোমার ছেলে বেঁচে আছে, যাবে তার কাছে?" এক মুহূর্ত্তে সর্বরিক্তা নীলার চোখের সম্মুখে আনন্দময় স্বপ্ন-লোক গ'ড়ে ওঠে। নীলার ছেলে! সে আছে! ইচ্ছে করলেই সে তার কাছে যেতে পারে! তাকে কোলে তুলে নিতে পারে! নীলা জানতে পেলো, সেই "মাতৃস্নেহের" খোকাই তার স্নেহের ছেলে। কিন্তু আজ কি বিষম লজ্জা! ছেলের কাছে কোন্ পরিচয় নিয়ে আজ সে দাঁড়াবে?

তাই নীলা বলে,—"সতীশবাবু, আমার খোকা যেন না জানে আমি তার মা।"

সতীশ বলে—"কিন্তু সেই তো তোমার শ্রেষ্ঠ পরিচয়; তুমি তাকে নাও!"

—"না, আমার খোকা সুখে আছে। এ স্বপ্ন যেন তার না ভাঙ্গে!"

তাই নীলা ছেলের চোখে ছবির মা হয়ে রইলো—আর কিছু নয়।

এদিকে "মাতৃস্নেহের" কাজ শেষ হয়ে গেল। নীলা সুখী। মায়ের অভিনয় চমৎকার করেছে। তা হলে সে হতে পেরেছে মা! লোকে এ ছবি দেখবে, তার সুখ্যাতি হবে শিল্পী ব'লে, গুণী ব'লে, মা ব'লে। এর বেশী নীলা আর কিছু চায় না।

কিন্তু সতীশ! সে যে চায় নীলাকে! অলক্ষ্যের এই বন্ধন যে দুশ্চেদ্য। কিন্তু নীলা চায় সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে চ'লে যেতে। এতদিন যে পাপ জীবন দুঃস্বপ্নের মত তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, নীলা আর ফিরে যাবেনা সে-জীবনে। সে আজ হারানো মাতৃত্ব ফিরে পেয়েছে। এ রত্ন যে পরশমণি। কিন্তু সতীশ হারাতে পারে না নীলাকে।

তাই সে বলে,—"আমি তোমাকে বিয়ে করবো নীলা—"

—"ছিঃ, ও কথা বলতে নেই।"

সতীশ বলে —"কেন, তুমিও তো মানুষ"—

—"হয়তো ছিলাম— সে মানুষ মরে গিয়েছে।"

নীলা ভুল বলে নি। প্রতিসন্ধ্যায় যে বিশ্রী অভিনয় করতে হয়েছে উন্মত্ত নর-পশুদের জটলায়, সে তার মৃত্যু বৈ কি! নীলা মরে গিয়ে কবে একটা অদ্ভুত ছায়া নীলা গ'ড়ে উঠেছে। কাজেই সে ভাবে, তার জীবনের বিষাক্ত বাতাস যেন সতীশকে কলঙ্কিত না ক'রে তোলে। নীলা ভালবাসে তা'কে। কাজেই স'রে যেতে চায়।

এদিকে সতীশের মা ছেলের মতিগতি দেখে প্রমাদ গণলেন। বৃদ্ধা আয়োজন করলেন সতীশের বিয়ের—রমলা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে। এ রমলাকে সতীশ ছোটবেলা থেকেই স্নেহ করে, ভালবাসে না। কাজেই এ বিয়েতে মত সে কিছুতেই দিতে পারে না। এতে না হবে তার কল্যাণ, না হবে রমলার মঙ্গল।

নীলা চলে যাবে। বিদায়ের দিন এগিয়ে এলো। চিরজীবন যা' সে কামনা করেছিল তাই সে রেখে যাচ্ছে—তার মাতৃত্ব, "মাতৃস্নেহের" ছবি, তার একমাত্র পরিচয়। নীলা সুখী, কোন দুঃখ তার নেই।

যাবার দিনে বিধাতা অন্য লিখন লিখলেন। ষ্টুডিওতে লাগলো আগুন। নীলা ঝড়ের বেগে আগুনের দিকে ছুটলো। সবাই চীৎকার ক'রে উঠলো। কিন্তু ওরা কি বুঝতে পাচ্ছে, আজ নীলার কি সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে? তার "মাতৃস্নেহ" পুড়ে যাচ্ছে—তার জীবনের রেখে যাবার মত একমাত্র সম্বল—নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়!

নীলা ছবিটি বাঁচালো, কিন্তু অগ্নি তাকে দগ্ধ করলো! পরম সান্ত্বনায় নীলা শেষ নিঃশ্বাস ফেল্লো।

এক মা চ'লে গেল। কেউ জানলো না, কেউ তার দুঃখ বুঝলো না। রেখে গেল এক ছেলে সমাজের দ্বারপ্রান্তে।—একমাত্র পরিচয় তার—সে তার মায়ের ছেলে।

গান

(১)

(অহি সান্যাল)

ওরে ও বেকার,
নিত্য চাকুরী ভৃত্য সে হয়, চিত্ত যে তোর তঁহারি একার।
ফাটা কপালেরা রাজপদ পায়
ফুটো কপালেতে রাজপথ হায়
ওরা যদি চড়ে রোল্‌স্ রয়েস্, তোর আছে ভাই ডবল্ ডেকার।
ওরা যদি বলে "ভেকেন্‌সি নাই—"
ভেকেন্ট ময়দান আজো আছে ভাই,
কঞ্চি-দেহটি বেঞ্চে ঢালিয়া আয়োজন কর কবিতা লেখার।
ভাত নাই পেটে, ছিদ্র পকেট
ধার ক'রে খেও দামী সিগারেট,
ওরা যদি কয়, "ছি ছি সে কি হয়?"—কহিও এ কথা
শুধু যে ন্যাকার।

(২)

(অনাথের দল)

নাম-বেনামী জাহাজ মোরা কোথায় পাবো বন্দর?
ছেঁড়া পালে নাই যে বাতাস, ভাঙ্গা হালের কোন্ দর?
লাভের হাটে ক্ষতি মোরা
বুঝিয়ে দিল হিসেব ওরা
জীবন-জুয়ায় হার মেনেছি, তাই তো মরণ সুন্দর।

(৩)

(অপর্ণা)

ওদের আছে টাকার পাহাড়
আমার যে নাই কাণা কড়ি
ওরা তোলে হাসির মাণিক
আমরা কেঁদে সাগর গড়ি।

(৪)

(অপর্ণা ও সরযূ)

ও দয়াল, চাইনে টাকা, থাক্‌সে তোমার
পেটের ক্ষুধায় কি হবে তায়?
ছড়ানো আস্তাকুঁড়ের এক কণা ভাত
দাওগো মোরে ধরি দুপায়।
এ ভাঙ্গা বুকের তলায় কত ব্যথা — দয়াল
কে আছে আর বুঝিবে তা — দয়াল।
মোদের লাগি একটু কাঁদো—
আনবো না আর কাঁদাতে হায়।

(৫)

(অপর্ণা ও সরযূ)

আমার জনম হলো তোমার পথে গো
তুমি আমার ভগবান
আমার ক্ষুধার মাঝে
আমার জ্বালার মাঝে
আমার ব্যথার মাঝে তোমার দয়া গো
নিতুই বাঁচায় আমার প্রাণ, (ভগবান)
আঁধার নামে ঘোর
তুমি আছ মোর
আমার দুখের কালোয় তোমার আলো গো
বাঁচার আশা করে দান, (ভগবান)
জনম-ভুখা মোর বুকে দিলে ঠাঁই
জনম-ভিখারীর জীবন তুমি তাই।
ধূলির মানুষ আমি
তুমি নিলে নামি'
তোমার নামের মালা আমার গলে গো
গাহি তোমার জয়গান। (ভগবান)

(৬)

(সরযূ)

মাটির পেয়ালা আজো রসে ভরা — দেখিছ না কি?
আঙ্গুরের বুকে একটি যে গান — শুনিছ তা কি?
পানশালে আজ দ্বার খোলা
আয় ওরে আয় পথ-ভোলা।
তুমি আর আমি পলকের ঢেউ — রবো না তো চিরদিন,
মোমের মতন আয়ুর প্রদীপ — অই হ'য়ে এলো ক্ষীণ—
ক্ষণিকের সুধা নয় ফাঁকি
যুগে যুগে ঢালি' দেয় সাকী।
ছিল বুল্‌বুল্ মনের খাঁচায় — গিয়েছে উড়ে
আজের দিনটি আজো আছে তবু — যায়নি দূরে
আনারের ফুল আজো রাঙ্গা
চাঁদ আছে অই আধো ভাঙ্গা।
প্রাণে মোর কোন্ বেদুইন-বালা — জেগেছে তিয়াসা ল'য়ে
কোথা আছো মোর অনামী-কিশোর — এসো মরু পার হ'য়ে।
শুধু লালে লাল মদ ঢালো
আজো আছে রং, কাল্ কালো।

(৭)

(সরযূ)

শুন হে কমল আঁখি
এ বড় সেথানে পরাণ এখানে
শুধু দেহ আছে সাথী
সকল ত্যজিয়া শরণ লয়েছি
ও দুটি কমল পায়।
ঠেলিয়া না ফেল, ওহে বংশীধর
যে তোর উচিত হয়॥

যেমন ঘরের দাপ নিভাইলে
অন্ধকার হেন বাসি।
তেন মত তুমি লোচণ সভার
হেণক আমরা বাসি॥
সকল ছাড়িয়া যে লয় শরণ
তাহারে এমতি কর।
তুমি সে পুরুষ ভুষণ-শকতি
বাঞ্ছাসিদ্ধি নাম ধর॥
চণ্ডিদাস বলে, শুন গোপনারী
কি শুনি দারুণ-বাণী।
সরস বচনে সিচহ যতনে
যতেক কুলের নারী॥

"পদাবলী"

(৮)

(সরযূ)

চৈতালী বনে মহুয়া কাঁদিছে
মধু-মাধবীর বেলা
কি হলো আমার কে জানে!
গানের ভুবনে ভাঙ্গাসুর লয়ে
আর কত করি খেলা
সুর-হারা সুর কে টানে!
তারার বাসরে নিভে-যাওয়া তারা — আমি সে কি?
বসন্ত-রাতে প্রথম আষাঢ় — এলো দেখি!
মিলন-মালায় লুকায়ে রয়েছে
কার দেওয়া অবহেলা—?
মোর পরাজয় কে আনে?

এম, পি, প্রোডাক্সন্সের

দ্বিতীয় নিবেদন

ইন্দ্রনাথ

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর
গল্প অবলম্বনে

পরিচালক :—
প্রমথেশ বড়ুয়া

৯৮।৪, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী রোড, কলিকাতা প্রিণ্টিং কোম্পানী হইতে
শ্রীনন্দলাল মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।